এ লাশ আমরা রাখব কোথায়, তেমন যোগ্য সমাধি কই?

অভিজিৎ রায়

বস্তুত চলে যাবার শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি বুঝিয়েছিলন - সমস্ত নষ্টামির, ভন্ডামীর বিপক্ষে দাঁড়াতে হবে তাঁদেরকেই যাঁরা যথার্থ ইহজাগতিকতা, গণতন্ত্র, প্রগতিতে বিশ্বাস করে। আরজ আলী মাতুব্বর যেমন একটা সময় দাঁড়িয়েছিলেন ঋযু ভঙ্গীতে, যেমনি দাঁড়িয়েছিলেন 'শিক্ষাগুরু' ডঃ আহমদ শরীফ। তেমনি দাঁড়িয়েছিলেন হুমায়ুন আজাদ; একদম একাকী। ডঃ আজাদ কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, আমাদের জন্য তিনি অনুপ্রেরণা, এবং অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত।

জুলাই ৩০, ২০০১। সিঙ্গাপুর সময় সন্ধ্যা ৬ টা, বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪ টা। শাহাদাতের (মুক্ত-মনা সদস্য) কাছ থেকে পাওয়া ডঃ আজাদের ফুলার রোডের বাসার ফোন নম্বরটিতে ডায়াল করতেই, ওপাশে রিং বাজার পরিস্কার শব্দ পেলাম। পর পর দু'বার।

: হ্যালো - হুমায়ুন আজাদ স্যার আছেন?

: হ্যাঁ বলছি।

: স্যার আমি অভিজিৎ, সিঙ্গাপুর থেকে...

: হ্যাঁ, কি খবর?

: আমাকে চিনতে পেরেছেন?

: মুক্ত-মনার ?

: হ্যাঁ স্যার, আমার বাবা বোধহয় কিছুদিন আগে আপনার বাসায় এসে দেখা করেছিলেন ...

: হ্যাঁ বল, কেমন আছ অভিজিৎ?

: স্যার, আমি তো ভালই আছি, আপনার শরীর এখন কেমন?

: আমার তো মারা যাবার কথা ছিল ২৭ তারিখই, এখনকার বেঁচে থাকা তো স্রেফ মনোবল আর ইচ্ছাশক্তির জোরে...

: জানি স্যার, আপনার চিঠিটা পড়লাম, জনকণ্ঠে; খারাপ লাগল খুব। আমরা মনে করি, ওটাকে ইংরেজীতে অনুবাদ করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা সেক্যুলার হিউম্যানিস্ট গ্রুপ গুলোকে অবহিত করা প্রয়োজন। অনুবাদ টা হয়ে গেলে আপনাকে একটু দেখিয়ে নিতে চাই।

:অবশ্যই। অনেক ধন্যবাদ, আর এটা তা হলে খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে।

: হ্যাঁ, আজ-কালের মধ্যেই হয়ে যাবে, আপনাকে পাঠিয়ে দেব। কেউ কি দেখা করেছিল আপনার চিঠিটা জনকণ্ঠে ছাপানোর পর?

: হ্যা, বাংলাদেশের আইনজীবীদের একটা গ্রুপ এসেছিল ওটা জনকণ্ঠে ছাপা হওয়ার পর দিন, বলল যে কোন ধরণের আইনি সহায়তা লাগলে দেবে।

: আন্তর্জাতিকভাবে কিছু করার কথা কিছু ভাবছেন? কোন দেশে অ্যাসাইলাম নেওয়ার কথা কিছু ভেবেছেন?

: আসলে আমি অ্যাসাইলাম নেওয়ার কথা ভাবছি না...

: কিন্তু স্যার দেশের যা অবস্থা, তাতে অনেকেই মনে করেন যে, আপনার উপর আবারো আঘাত আসতে পারে...

: তা তো আসতেই পারে, কিন্তু, প্রথমতঃ পালিয়ে যাওয়া তো কোন সমাধান নয়। দেশটা তো শেষ হয়ে যাচ্ছে; একজন হুমায়ুন আজাদ পালিয়ে গিয়ে তো সমাধান আনবে না। আর তা ছাড়া আমি বাইরে গিয়ে করবই বা কি? আমি তো লিখি বাংলায়; ইংরেজীতে লিখলে না হয় অন্য কথা ছিল।

: খুব ভাল লাগল স্যার আপনি মানসিকভাবে বেশ শক্ত আছেন দেখে, অনেকেই এটা পারে না...

: শক্ত না থেকে আর উপায় কি বল, এই চিঠিটাও আমি লিখতাম না; আমার ছেলেকে কিডন্যাপ করল...

: আপনার ছেলেকে কিডন্যাপ করেছিল নাকি?

: হ্যাঁ, পড়নি? সব পেপারেই তো ছাপিয়েছিল।

: আমি স্যার এ সপ্তাহটা খুবই ব্যস্ত ছিলাম, প্রতিদিনকার পেপারে চোখ বুলানোর সময় হয়ে ওঠেনি। কবে? কোথা থেকে কিডনাপ করল?

: এই তো দিন কয়েক আগে; এই ফুলার রোডের রাস্তাতেই। অনন্য স্কুল থেকে ফিরছিল, কয়েকজন টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল এস এম হলের পেছনের দিকটায়।

: তারপর?

: বেশ খানিক্ষন আটকে রেখেছিল। শেষে আমার ছেলে একজনকে ধাক্কা মেরে দৌড়ে পালিয়ে আসে।

: আটকে রেখে কি করল? কিছু জিজ্ঞেস করেছিল আপনার ব্যাপারে?

: হ্যাঁ, আমার ব্যাপারেই তো। ওকে ধরে জিজ্ঞেস করল, তোমার বাবার প্ল্যান-প্রোগ্রাম কি? কোথায় যাবে?

:অনন্য ওদের কিছু বলেছিল আপনার প্রোগ্রাম সম্বন্ধে?

: না বোধহয়। আমি আসলে জার্মানী যাচ্ছি, ওটাই ওরা বের করতে চাচ্ছিল।

: কবে স্যার? আমি কিছুটা শুনেছিলাম অবশ্য, যদিও ভাসা ভাসা।

: কোত্থেকে শুনলে?

: সজল খালেদ নামে আমাদের একজন সদস্য জার্মানী থাকেন। ফটোগ্রাফার। তিনিই বললেন, আপনার সাথে নাকি কথা হয়েছে,...

: ও হ্যাঁ, সজল...

: কবে যাচ্ছেন স্যার আপনি জার্মানীতে? খুব শীগগিরই?

: হ্যাঁ, আগামী মাসের (আগস্ট) প্রথম দিকে।

: কতদিন থাকবেন ওখানে?

: এক বছর। রিসার্চের কাজে যাচ্ছি; অভিজিৎ, আমি কিন্তু পালিয়ে যাচ্ছি না। বৈধভাবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে যাচ্ছি...

:(হেসে) জানি স্যার। আপনাদের মত লোকদের তো পালাতে হয় না। দেশের ভিতরে থেকেই আপনারা যুদ্ধ করতে চান। আমার বাবাও ওই রকম। বোকার হদ্দ। মা তো সব সময়ই বলে - দেশ দেশ করতে করতেই এই লোকটা গেল ।

: অভিজিৎ, আর বলো না; এই দেশটা রাতারাতি চোখের সামনে কেমনভাবে পালটে গেল! আগে লোকজনদের কৌতুহলী মুখ দেখলে ভাল লাগত। এখন দেখি কেবল পশম ভর্তি নুরানী মুখ। পশম মানে বুঝতে পারছ তো?

: হ্যাঁ স্যার! (আবার হাসি)

: পশম ছাড়া মুখ হলে স্কুলের হেড-মাস্টার থেকে শুরু করে কেরানী পর্যন্ত কোন জায়গাতেই আর নিয়োগ দেয়া হয় না। কাজ পারুক না পারুক, মুখে পশম থাকতেই হবে ! রাস্তা-ঘাট, অফিস আদালত সব জায়গাতেই পশম ওয়ালা নুরানী চেহারার মুখ। মেয়েদের গালেও মনে হচ্ছে কিছু দিন পরে পশম গজাবে (হাসি)! ধৈর্য ধর!

: পশমের তো স্যার দরকার আছে। মুখে পশম না থাকলে, নুরানী চেহারা না হলে, নামাজ না পড়লে, ধর্ম-কর্ম না করলে সবাই ভেবে নেয় ছেলের তো চরিত্র খারাপ! আর ধর্ম-কর্ম করলেই ছেলে কত্ত ভাল, কত বড় নৈতিক!

: ও গুলো সব দু'নম্বরি নৈতিকতা। আল্লাকে খুশি রাখার জন্য ভাল থাকে। আর ভালই বা থাকে কই? এক হাতে কোরাণ পড়ে, আরেক হাতে ঘুষ দেয়। বিসমিল্লাহ বলে মেয়েদের রেপ করতে বের হয়। চোখে সুরমা মেখে, গায়ে আতর দিয়ে মানুষ জবাই করে...

: তবুও তো স্যার এদের চেনা যায়, আরেকটা 'মডার্ণ' গ্রুপ আছে না - কোরানের মধ্যে বিজ্ঞান খুঁজে পায়। আধুনিক মনের বিশ্বাসী...

: হ্যাঁ, মডারেট 'শিক্ষিত' মুসলিম! ধর্ম গ্রন্থে 'র' লেখা থাকলেই রাম বুঝে যায়; 'ব' বলা থাকলেই বিগ-ব্যাঙ! এদের কারণেই মোল্লারা এত সাপোর্ট পায়।

: 'আকাশ ও পৃথিবী এক সাথে মিশে ছিল, পরে আল্লাহ তাকে পৃথক করে দিলেন' - বুকাইলী সাহেবের দাবী অনুযায়ী ওটা নাকি বিগব্যাঙ! মুসলিম শিক্ষিত সমাজ তো তা গোগ্রাসে গিলে ফেলল।

: বুকাইলী বলে সত্যই কেউ আছে নাকি আমার এখন মাঝে মধ্যেই সন্দেহ হয়, অভিজিৎ (হাসি)। আমার মনে হয় সৌদীরা পয়সা-টয়সা খরচ করে 'শ... আলী' জাতীয় মুসলিম 'বিজ্ঞানী'কে কাজে লাগিয়েছে, কি বল?

: আপনি তো দেখি স্যার নিজামীর মত কথা বলছেন, বাংলাভাইয়ের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ করেন, ছিঃ ছিঃ ...

: হাঃ হাঃ (উচ্চ স্বরে), ভাল বলেছ।

: বুকায়লী বলে যে সত্যই একজন আছেন, তাতে আমার সন্দেহ নেই মোটেই; তবে স্যার তার একটা ব্যাপার কিন্তু খুবই রহস্যময়। বুকাইলী সাহেব কোরানকে 'বিজ্ঞানময়' বলে আখ্যায়িত করলেন, বাইবেলে একগাদা ভুল-ভাল খুঁজে পেলেন, কিন্তু তারপরও এখনও ইসলামে আস্থা রেখে ইমান আনলেন না, যে খ্রীষ্টান হয়ে জন্মেছিলেন ছিলেন, সেই খ্রীষ্টানই রয়ে গেলেন!

: হাঃ হাঃ, শোন একটা কবিতার কথা মনে পড়ছে। ফরাসী কবি... নামটা হচ্ছে (নাম মনে করার চেষ্টা করতে থাকলেন অনেকক্ষণ ধরে), কি আশ্চর্য এর নামটা ভুলে গেলাম; ইদানিং অনেককিছুই ভুলে যাচ্ছি। মাথাটা গেছে মনে হয়।

: স্যার, এই মাথাটার উপর দিয়ে তো কম চোট যায়নি।

:হ্যাঁ বেঁচে থাকারই তো কথা ছিল না। হাসপাতালে নিতে আর ১৫ মিনিট দেরী হলেই আর হয়ত বাঁচতাম না। যা হোক, শরীরের উপর দিয়ে গেছে, তাও মানা গেল, কিন্তু

মানসিকভাবে বন্দী হয়ে গিয়েছি। সারা দেশ বন্যায় ভাসছে, অথচ আমি অসহায় মানুষদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারি না। ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে হয়...

: স্যার, আমাদের ফোরামে এক সদস্য দৈনিক ইনকিলাব থেকে একটা খবর তুলে পাঠিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, বন্যা-টন্যা সব নাকি আল্লাহর পরীক্ষা। বেশী করে নামাজ-রোজা আর আল্লাহ-বিল্লাহ করতে উপদেশ দিয়েছে, তা হলেই মুশকিল আসান!

: এখন তো বি.এন.পি ক্ষমতায়, সেজন্য এরা 'আল্লাহর পরীক্ষা' বলছে, আওয়ামিলীগ ক্ষমতায় থাকলে এরাই আবার বলত 'আল্লাহর গজব' (হাসি)।

: এটা অবশ্য ঠিক কথা বলেছেন, স্যার।
(ঠিক এ সময় কলিংবেলের আওয়াজ এল ফোনের অপর প্রান্ত থেকে। ডঃ আজাদ খানিক্ষনের জন্য থামলেন, তারপর বললেনঃ)

: অভিজিৎ, এক ভদ্রলোক এসেছেন দেখা করতে।

: আচ্ছা স্যার, আপনি তাহলে উনার সাথে কথা বলুন, আমি আবার পরে এক সময় যোগাযোগ করব, আর ই-মেইল তো আছেই।

: আচ্ছা। তুমি চিঠির অনুবাদটা তাড়াতাড়ি তাহলে পাঠিয়ে দিও।

: ঠিক আছে স্যার, একটু পরেই পাঠিয়ে দিচ্ছি। (একটু থেমে... ...) তাহলে সত্যই অ্যাসাইলাম চাচ্ছেন না?

: না। তারচেয়ে বরং সমমনা সংগঠনগুলোর সাথে মিলে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে এই দেশেই থাকবার আর লেখালিখি করবার মত একটা সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার একটা উদ্যোগ নিতে পার, এটাই সবচেয়ে ভাল হবে। আমি জার্মানী গিয়ে তোমার সাথে যোগাযোগ করব।

: অনেক ধন্যবাদ স্যার, আপনাকে।

আজ ১৬ আগাস্ট; এ লেখাটি যখন লিখছি। আমার ভিতরে হতবিহবল, থমকে যাওয়া অবস্থা এক। গত দু'দিন ধরে কিচ্ছু করতে পারিনি। কেবলই মনে পড়ছে তাঁর শেষ কথাগুলো- 'জার্মানী গিয়ে তোমার সাথে যোগাযোগ করব।' কিন্তু আর সে সময় তিনি আর

পেলেন না। আমাদের অনন্ত প্রহেলিকার মধ্যে রেখে ডঃ আজাদ হারিয়ে গেলেন। আমাকে হয়ত অনন্তকাল ধরে প্রতীক্ষাই করে যেতে হবে তাঁর জন্য - তিনি তো বলেছিলেন আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। মৌলবাদের বিষাক্ত নিঃশ্বাস এড়িয়ে জার্মানী গিয়েছিলেন একটুক্ষনের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, অথচ ফিরতে হল তাঁকে লাশ হয়ে। কেবলই মাথার মধ্যে ফিরে ফিরে আসছে সুবীর নন্দীর গাওয়া গানের চরণগুলো - 'এ লাশ আমরা রাখব কোথায়, তেমন, যোগ্য সমাধি কই?'। হয়ত স্বাভাবিক মৃত্যুই, প্রশ্ন করারও কিছু নেই, তবু মনের গহীনে কিছু 'অযৌক্তিক' ভাবনা ঘুরপাক খেতেই থাকে, হয়ত এ প্রশ্ন গুলো থেকে কখনই মুক্তি পাব না আমরা। যে সংগ্রামী পুরুষটি ২৭ এ ফেব্রুয়ারীর ভয়ঙ্কর আঘাতকে মাথায় নিয়ে প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তির জোরে চারদিনের অবচেতন অবস্থা থেকে বেঁচে উঠেছিলেন, সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন, জামার্নীর নিরুপদ্রব পরিবেশে হঠাৎ কি এমন হল, যে সাথে সাথেই চলে গেলেন, কাউকে কিছুভাববার সুযোগ পর্যন্ত দিলেন না? তার হৃৎ যন্ত্র যদি এতই দুর্বল হত, তাহলে জার্মানী যাওয়ার আগে চেক-আপে কিছুই ধরা পড়ল না কেন? ২৭ এ ফেব্রুয়ারীতে বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গনে ঘটে যাওয়া বীভৎস ঘটনায় রক্ত-রঞ্জিত হুমায়ুন আজাদের ছবি বুকে নিয়ে বাংলার জনতা যখন উত্তাল হয়ে উঠেছিল, তখন সেক্যুলারিস্টদের সাথে এক কাতারে দাড়িয়ে জোট সরকারও কায়মনোবাক্যে বিধাতার একটি প্রার্থনাই করেছিল সম্ভবতঃ - ডঃ আজাদের সুস্থতা। সকলের ভালবাসায় একটা সময় ডঃ আজাদ সুস্থ হলেনও, পেলেন তাঁর নিজের কথাতেই - 'পুনর্জীবন'। অথচ এই পুনর্জীবিত মানুষটি অকস্যাৎ চলে গেলেন ঠিক তখনই যখন জোট সরকারের বিরুদ্ধে উত্তাল জনতার ক্ষোভ প্রশমিত, সমাহিত; চলে গেলেন ঠিক তখনই যখন হুমায়ুন আজাদ আবার তাঁর আগের ধারালো কণ্ঠে মৌলবাদের বিরুদ্ধে হচ্ছিলেন সোচ্চার, তিনি তার উপর আঘাতের পেছনে পরিস্কার ভাবে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন সাইদী-নিজামীদের। চলে গেলেন ঠিক তখনই যখন তিনি তার মৃত্যু নিয়ে বহুল প্রচারিত বইটি লেখার কাজে হাত দিয়েছিলেন। এ সমস্ত সংবেদনশীল প্রশ্নের কোন হিসাব মেলে না, উত্তরও খুঁজে পাইনা। উত্তর পাওয়া যাবে না হয়ত আরো অনেক প্রশ্নেরই; যেমন - কেন মৌলানা নিজামীকে ঠিক একই সময়ে বিমানবন্দরে যেতে হবে, যখন ডঃ আজাদ জার্মানীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন? কেন ইন্টারনেটের এই গতিময় যুগেও আমাদের তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেতে হয় মারা যাওয়ার তিনদিন পর? যদি স্বাভাবিক মৃত্যুও হয়, সেই মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিল কারা- অনবরত হত্যার হুমকি দিয়ে, তার পুত্র অনন্যকে কিডন্যাপ করে, বাসায় বোমা পেতে রাখার ভয় দেখিয়ে? হুমায়ুন আজাদ তো বলেছেনই তার ২৮ তারিখের আবেগময় শেষ চিঠিতে যে, তাঁর পরিবারটি বাংলাদেশের সবচাইতে আতঙ্কিত পরিবারের একটি; পরিবারের কেউ বাইরে বেরুলে অন্যান্য সদস্যরা চিন্তামুক্ত হতে পারেনা, যত ক্ষণ পর্যন্ত না সে সুস্থ অবস্থায় বাসায় ফিরে আসে। যেখানে ২৭ এ ফেব্রুয়ারীর এত বড় একটা ঘটনা ঘটার পর, যে কেউ আকাঙ্খা করতে পারে একটি শান্ত, স্থির, নিরুপদ্রব জীবনের, চাইতে পারে সকল মহলের ঐকান্তিক সহযোগিতা, সেখানে তাঁর প্রতিটি দিন, প্রতিটি ক্ষণ আতঙ্কের মধ্যে ঠেলে দিয়ে, মানসিক নিপীড়ন করে তারা কি তার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেনি? 'হুমায়ুন আজাদের মৃত্যু স্বাভাবিক

নিয়মেই হয়েছে', কিংবা 'মৃত্যু নিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা হচ্ছে' ইত্যাদি তোতা পাখির মত শেখানো বুলি আউড়ে তারা এই বহুমাত্রিক লেখকের মৃত্যুর দায়ভার সত্যই এড়াতে পারবেন? এ প্রশ্ন গুলোর অনেকগুলোই অমীমাংসিত থেকে যাবে অনন্ত সময়ের জন্য, আমাদের অস্বস্তিতে ফেলবার জন্য মাথার মধ্যে আলোড়িত হবে সবসময়ই, যখন চোখের সামনে ভসে উঠবে হুমায়ুন আজাদের মুখ, আলোচিত হবে তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের ইতিকথা।

চলে গেলেন একজন মুক্ত-মনা মানুষ- যে মানুষটি সমস্ত প্রথার বিরুদ্ধে, অসুস্থতার বিরুদ্ধে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক ভন্ডামীর বিরুদ্ধে একাকী দাঁড়িয়েছিলেন, চেষ্টা করেছিলেন শত শতাব্দীর গড়ে ওঠা জঞ্জালকে সরাতে, তার উন্মুক্ত দু'হাতে। বস্তুতঃ চলে যাবার শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন - সমস্ত নষ্টামির, ভন্ডামীর বিপক্ষে দাঁড়াতে হবে তাঁদেরকেই যাঁরা যথার্থ ইহজাগতিকতা, গণতন্ত্র, প্রগতিতে বিশ্বাস করে। আরজ আলী মাতুব্বর যেমন একটা সময় দাঁড়িয়েছিলেন ঋযু ভঙ্গীতে, যেমনি দাঁড়িয়েছিলেন 'শিক্ষাগুরু' ডঃ আহমদ শরীফ। তেমনি দাঁড়িয়েছিলেন হুমায়ুন আজাদ; একদম একাকী। ডঃ আজাদ কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, আমাদের জন্য তিনি অনুপ্রেরণার উৎস, এবং অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত। তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।